যায়যায়দিন
তারিখ 7 JUL 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাসের হার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে ...তমান কতোটা উন্নত হয়েছে

মু. মাছুম বিল্লাহ

..., গ্রামে নয়। তার মানে শিক্ষা ...কন্দ্রিক, গ্রামকে ঘিরে নয়। অর্থাৎ ... সুবিধাভোগীদের জন্য, বঞ্চিতদের জন্য নয়। অথচ এক ...

...অধিকাংশই ...টি সরকারি ...মারদের দলে ...থ্যাই বেশি। ...গিতা আছে, ...নেয়া হয়। ...মো অনেক ...তিষ্ঠানগুলো

...ছিল যখন অধিকাংশ মেধাবী ...ত্রী জোগান দিতো গ্রামের ...না। এটি আরো প্রমাণ করে,

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। শহরে যাদের হাতে পয়সা আছে যারা একাধিক শিক্ষকের কাছে সন্তানদের পাঠাতে পারবেন শুধু তাদের সন্তানরাই লেখাপড়া করবে, বাকিদের শিক্ষা নয় কারণ শিক্ষা এখন এক বাণিজ্যিক পণ্য যা কেনার ক্ষমতা সবার নেই।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, ভালো পারফর্ম করা স্কুলগুলোর অধিকাংশই বেসরকারি। হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া ভালো পারফরমারদের দলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। এখানে জবাবদিহিতা আছে, প্রতিযোগিতা আছে,

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ভালো যত্ন নেয়া হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থ-কাঠামো অনেক উন্নত অথচ ফলাফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক দূরে। গত বছর বেসরকারি সংস্থা ক্যামপের এক জরিপে দেখা গেছে, সরকারি স্কুলের শতকরা ৮৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী এবং বেসরকারি স্কুলের ৭৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়ে। অথচ সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার কথা নয়।

ভালো ফলাফল অবশ্যই গোটা জাতিকে আনন্দ দিয়েছে আবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে।

এসএসসি পাস করা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আসলেই পার্শ্ববর্তী দেশ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কি না। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পাসের দেশের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই লেভেলে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে কি না তা ভাবতে হবে।

সহজ প্রশ্ন করে উদার হাতে নম্বর দিয়ে শিক্ষার মান বাড়ানো যায় না-এ ব্যাপারটিও আমাদের যৌক্তিকভাবে বিচার করতে হবে।

আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম, প্রায় বারো লাখ শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করেছিল অথচ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে মাত্র ছয় লাখ। প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী মাত্র দুই বছরে ঝরে পড়লো? গোটা সমাজ এজন্য দায়ী। এ অর্ধেক ছাত্রছাত্রী গেল কোথায়? তাদেরও তো ইচ্ছা ছিল এসএসসি পাস করবে, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সংসারে সচ্ছলতা নিয়ে আসবে। তাদের চোখে-মুখে হতাশা। সমাজের কোন কর্মকাণ্ডে তারা ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়েছে কে জানে? কিন্তু আমাদের তা জানতে হবে, দায় দায়িত্ব এড়িয়ে চলা যাবে না কারণ তার ফল হয় উল্টো।

আরো একটি বিষয় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, সেটি হচ্ছে গ্রাম কি পিছিয়েই থাকবে? শহর এবং গ্রামের ফলাফলের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে বিরাট ব্যবধান। এ ব্যবধান দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই অবস্থা সমাজে এক অসম পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। ভালো শিক্ষক যদি গ্রামে যেতে চান তাহলে তাকে দ্বিগুণ বেতন ও সুবিধা দেয়া যেতে পারে।

আর একটি দিক রাজনীতির কালো থাবা শুধু ঢাকা শহর কিংবা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। মাধ্যমিক পর্যায়েও রাজনীতির অশুভ প্রভাব ছাত্রছাত্রী এবং জাতীয় জীবনকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি করে ফেলেছিল। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা না করেও এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও স্থানীয় রাজনীতির প্রভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো, ফলে একদিকে যেমন ওইসব ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতো না, অন্যদিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও ভাবতো পড়াশুনা না করেও এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েও এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যায়। এবার তা হয়নি তাই ফলাফল অনেকটাই হ্যাঁ বোধক হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক ছাত্রছাত্রী ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পারা আর একটি বিড়ম্বনা। সরকার এবং সচেতন সবাইকে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে হবে, দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। এখনই উপযুক্ত সময়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করা।

প্রশ্নপত্র সহজ করে এবং উদারনীতি গ্রহণ করে খাতা মূল্যায়নের মাধ্যমে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের পাস করানো হতে পারে রাজনৈতিক সাফল্য এবং এ ধরনের কাজ রাজনৈতিক সরকারেরই করার কথা। আমরা আশা করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমন কোনো হীন স্বার্থচরিতার্থ করার মানসে অবশ্যই এটি করেনি। যা হয়েছে সাধারণভাবেই হয়েছে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছে, পরিশ্রমী হয়েছে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রশিক্ষণের ফলাফল হঠাৎ করে দেখা যায় না, জাতীয় পরীক্ষায় পাসের হার বেড়ে যাওয়া এর একটি নির্দেশক।

এতোকিছুর পরও এবার প্রায় তিন লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এবং এদের শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামীণ ছাত্রছাত্রী এবং অকৃতকার্য হয়েছে ইংরেজি ও গণিতে। তাই পাশের হার শতভাগে উন্নীত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ■

mmbillah2000@yahoo.com

কংগ্রেসকে ছেড়ে যাওয়া ভুল ছিল : অমর সিং

এনডিটিভি

ভারতীয় সমাজবাদী দলের নেতা অমর সিং বলেছেন, ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করা ভুল ছিল। তিনি বলেন, পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে তার দল কংগ্রেসের পক্ষে থাকবে। সমাজবাদী নেতা অমর সিং এই প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বললেন, তার দল আস্থা ভোটে কংগ্রেসকে ভোট দেবে। এনডিটিভির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অমর সিং আরো বলেন, ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসকে ত্যাগ করা তার দল ও কংগ্রেস উভয়ের জন্যই ভুল ছিল। অমর জানান, তিনি কংগ্রেস চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধীকে এ কথা জানিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে অমর সিং দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলি দেওরা এবং পি চিদামবরামের তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়া মহারাষ্ট্রে শিবসেনাকে মদদ দেয়ার জন্য তিনি কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারকেও অভিযুক্ত করেন।

...বামদের ...স্তুতি

...র ব্যর্থতাগুলোও ব্যাখ্যা

...নাল সেক্রেটারি ডি রাজা ...াণবিক চুক্তির বিরোধিতা ...দ্ধ না থেকে মুদ্রাস্ফীতি, ...র্থনীতির ব্যবস্থাপনায় ...জনসমক্ষে প্রকাশ করা ...পারমাণবিক ইসু ছাড়াও ...বামদের অবস্থান নিয়ে ...ভুল ধারণা আছে তা-ও

...ক্রিম' হিসেবে আখ্যায়িত ...এই প্রচারাভিযানের মূল ...দের সচেতন করা। যেন ...ক চুক্তির নেতিবাচক ... নানা সমস্যা সম্বন্ধে

...দা মেটাতে পারমাণবিক ...সমাধান- সরকারের এ ...তা জনসমক্ষে তুলে ...রোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক ...ন, আমরা পারমাণবিক ... তবে আমরা সরকারের ... মনে করি না। ...চারাভিযানে সমভাবাপন্ন ...অংশগ্রহণকে স্বাগতম

...রমাণু সরঞ্জাম পাচার
...কচ করলো সেনাবাহিনী

এরপরই প্রেসিডেন্ট মোশাররফ তাকে গৃহবন্দি করেন।

পরমাণু সরঞ্জামাদি পাচারের বিষয়ে ২০০৪ সালে কাদির খান যে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবারের বক্তব্য তার চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। কাদির খান তখন বলেছিলেন, ওই পাচারের সব দায় নিজের এবং সরকার বা সেনাবাহিনী এ বিষয়ে কিছু জানতো না। তবে ওই সময়ে ভিন্ন বক্তব্য দেয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে বোঝানো হয়েছিল বিষয়টির সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িত।